৪৫

দৈনিক ইনকিলাব

16 MAY 1997
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির ত্বরিত পদক্ষেপ

নকলের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা প্রমাণিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে পরীক্ষায় নকলের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর ত্বরিত পদক্ষেপে এটি সম্ভব হয়েছে। নকলের দায়ে শাস্তি ভোগের তথ্য গোপনের কারণে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের লেকচারার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হাফেজ মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন চৌধুরীকে গতকালই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শাও নোটিস দিয়েছে। একই সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই জালাল উদ্দীন চৌধুরীর শাস্তিভোগের ঘটনা গোপনের জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকেও কারণ দর্শাও নোটিস প্রদান করা হয়েছে। এই পুরো বিষয়টি পুংখানুপুংখ তদন্ত করে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর এ

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টি এম জহুরুল হককে চেয়ারম্যান এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, ডঃ শহীদ আখতার হোসেন ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ডঃ আমিনুর রশিদকে সদস্য করে ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম সম্পর্কে গতকাল দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী গতকাল সকালেই সংশ্লিষ্ট সকল নথি ও কাগজপত্র তলব করেন। তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রেজিস্ট্রার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাকে নিয়ে এসব নথিপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, হাফেজ জালাল উদ্দীন চৌধুরীর ১৯৮৮ সালের ২য় বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে প্রদত্ত শাস্তি (সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল ও পরবর্তী তিনটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সযোগ না দেয়া) কমিয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এতে তাকে প্রদত্ত শাস্তি এক বছর কার্যকর হয়। ১৯৮৯ সালে পুনরায় উক্ত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশ নেন। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে প্রকাশিত ফলাফলে তার '৮৯ সালের পরীক্ষা '৮৮ সালের পরীক্ষা হিসেবে দেখানো হয়। গতরাতে প্রেরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এর ফলেই সিন্ডিকেট কমিটি মনে করে যে, তাকে প্রদত্ত শাস্তি পুরোপুরি মওকুফ করা হয়েছে অথবা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং তাই তাকে নিয়োগদানের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে গত ১০ মে সিন্ডিকেট সভায় তাকে নিয়োগ দেয়া হয়।